বিধেয় ও বিধেয়ের প্রকার

- কত প্রকারের শব্দ বাক্যের বিধেয় বলে গণ্য হতে পারে?

- বাক্য মানে এখানে,
  উদ্দেশ্য - বিধেয় আকারের বাক্য
  অ্যারিস্টটলীয় বিধেয়তত্ত্ব প্রসঙ্গে
- বাক্য মানে জাতিবাচক বাক্য,
  ব্যক্তিবাচক বাক্য নয়।

  অর্থাৎ
  বাক্য = উদ্দেশ্য - বিধেয় আকারের
  জাতিবাচক বাক্য।

- উদাহরণ
  ১। ত্রিভুজ সমতল ক্ষেত্র
  ২। ত্রিভুজ তিন বাহুবিশিষ্ট
  ৩। ত্রিভুজ তিনবাহুবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র
  ৪। কোনো কোনো ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু

বিধেয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের।

(১) এর বিধেয় ত্রিভুজের জাতি (genus)
ত্রিভুজ তার একটা প্রজাতি

(২) এর বিধেয় উদ্দেশ্যের, ত্রিভুজের এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা ত্রিভুজকে অন্য সমতল ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে। বিধেয় হল উদ্দেশ্যের বিভেদক।

(৩) এর বিধেয় হল ত্রিভুজের লক্ষণধর্ম,

(৪) এর বিধেয় ত্রিভুজের আপাতিক ধর্ম।

- বিধেয়ের প্রকারকে বলে বিধেয়ক (predicable)

আমাদের আলোচ্য ~~বিধেয়~~ বিধেয় নয়, বিধেয়ের প্রকার বা বিধেয়ক।

- বিধেয়ক কত রকম ও কী কী?

বিধেয়কের দুটো তালিকা

- অ্যারিস্টটলের মতে বিধেয়ক পাঁচ প্রকারের।বাক্যের বিধেয় হবে

১। লক্ষণ (Definition) অথবা
২। জাতি (Genus) অথবা
৩। বিভেদক (Differentia), অথবা
৪। অনুগত ধর্ম (Property), অথবা
৫। আপতিক ধর্ম (Accident)

- পরফিরির মতে বিধেয়ক হল পাঁচ প্রকারের।

১। প্রজাতি,
২। জাতি
৩। বিভেদক
৪। অনুগত ধর্ম
৫। আপতিক ধর্ম

- বিধেয়ক বলতে বোঝায় বিধেয়নযোগ্য ধর্ম। 'Predicable' means a predicable character.

- স্বীয় নাম বিধেয়ক নয়।

স্বীয় নাম কোনো ধর্ম বোঝায় না,
ব্যক্তি বোঝায়। ব্যক্তি ধর্ম নয়।
বিধেয়ক মাত্রই ধর্ম।

- অ্যারিস্টটল বলেছেন :
  A is B আকারের বাক্যে
  A কোনো জাতিবাচক মূর্তপদ বা
  কোনো বিমূর্তপদ, বিধেয় B
  A-এর লক্ষণ ধর্ম অথবা জাতিধর্ম
  অথবা বিভেদক ধর্ম অথবা
  অনুগত ধর্ম অথবা আপাতিক ধর্ম।

- বিধেয়ক বস্তু নয় প্রত্যয়।
  কাজেই আমাদের আলোচ্য
  বস্তু নয় প্রত্যয়।

প্রত্যয় দিয়েই বস্তু সম্পর্কে
জ্ঞান অর্জন করি।
Knowledge about a thing
comes by concept.

- বস্তুজ্ঞান – এ প্রকার জ্ঞানের নাম Knowledge of acquaintance, পরিচিতি জ্ঞান। আমি রামবাবুকে জানি।
- বস্তুবিষয়ক জ্ঞান – এ প্রকারের জ্ঞানের নাম বাচনিক জ্ঞান। আমি জানি যে তিমি স্তন্যপায়ী।
- সর্বত্রই যাকে পরিচিতি জ্ঞান বলা হয় তা কেবল প্রত্যক্ষ বা মনন থেকে আসে না।
- বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জন্য দরকার প্রত্যয়। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান হল বস্তুবিষয়ক জ্ঞান।
- বস্তুর দুটো দিক : বস্তু একটা বিশেষ আবার প্রত্যেক বস্তুই কোনো না কোনো প্রকারের।

• প্রত্যয়ের অস্তিত্ব বস্তুতেও আছে, আমাদের মনেও আছে।

যুক্তিবিজ্ঞানে যেসব পদ [যেমন,'জাতি', 'বিভেদক', 'আপতিক ধর্ম'] প্রয়োগ করি সেগুলি আমাদের [যুক্তিবিজ্ঞানীর] উদ্ভাবন, কিন্তু এদের মধ্যে যেসব সম্বন্ধ তা আমাদের উদ্ভাবন নয়, তা বস্তুগত, আমরা তা আবিষ্কার করি মাত্র।

• অ্যারিস্টটলীয় বিধেয় বিভাজন প্রক্রিয়া:-

Δ বিধেয় উদ্দেশ্যের সমমান অথবা সমমান নয়।

Δ যদি সমমান হয় তাহলে বিধেয় হবে লক্ষণ অথবা অনুগত ধর্ম।

Δ যদি সমমান না হয় তাহলে বিধেয় হবে লক্ষণের অংশ ~~অংশ~~ অথবা ~~অংশ নয়~~ লক্ষণের অংশ নয়।

A যদি লক্ষণের অংশ হয় তাহলে বিধেয় হবে জাতি অথবা বিভেদক।

A যদি লক্ষণের অংশ না হয় তাহলে তা হবে আপতিক ধর্ম।

- এবার বিধেয়কগুলি একে একে আলোচনা করা যাক।

■ লক্ষণ (Definition)

কোনো বস্তুর লক্ষণ হল এমন শব্দবন্ধ (phrase) যা ঐ বস্তুর সারধর্ম বোঝায়।

উদাহরণ :

১। ত্রিভুজ হল তিনবাহুবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র।
২। মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

বিধেয় পদগুলি লক্ষণ - এমন শব্দসমষ্টি যা উদ্দেশ্য - পদার্থের সারধর্ম বোঝায়।

■ জাতি (Genus)

কোনো বস্তুর [উদ্দেশ্যের] জাতি হল বস্তুটির জাত্যর্থের [মানে, লক্ষণের] একাংশ — যে অংশটি অন্য প্রকারের বস্তু সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

কোনো বস্তুর লক্ষণ দিতে হলে আমরা দুটো জিনিস উল্লেখ করি — এর জাতি ও বিভেদক।

A মানুষ হল প্রাণী

কিন্তু কুকুর, বেড়াল এসবও প্রাণী।

A জাতি উদ্দেশ্যের সমমান নয়।

যথা, সব ত্রিভুজ সমতল ক্ষেত্র

কিন্তু বলা যায় না

সব সমতল ক্ষেত্র ত্রিভুজ।

■ বিভেদক (Differentia)

জাতির মতো, বিভেদকও কোন বস্তুর [উদ্দেশ্যের] সারধর্মের, মানে লক্ষণের অংশ।

কোনো উদ্দেশ্যের (প্রজাতি) লক্ষণ দিতে গেলে জাতি উল্লেখ করে, যে বিশেষক ধর্ম উল্লেখ করার দরকার তাকে বলে বিভেদক।

মানুষ-এর বিভেদক, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া।

▲ বিভেদক উদ্দেশ্যের সমমান নয়

ত্রিভুজ তিনবাহুবিশিষ্ট, কিন্তু বলা যায় না যা তিনবাহুবিশিষ্ট তাই ত্রিভুজ।

যেমন ইংরেজী বড় হাতের H অক্ষরটি

■ অনুগত ধর্ম (Property)

অনুগত ধর্ম হল এমন ধর্ম যা কোনো উদ্দেশ্যের আধারন ও অনন্য ধর্ম এবং

সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যের সাথে অপরিবর্তনীয়,
কিন্তু যা উদ্দেশ্যের আবশ্যিক নয়, সুতরাং
লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অ্যারিস্টটলের উদাহরণ :

মানুষের একটা অনুগত ধর্ম হল
ব্যাকরণ শেখার সামর্থ্য।

আরো উদাহরণ :

মানুষ যন্ত্রের ব্যবহার জানে।
" হাসতে পারে।
" কবিতা লিখতে পারে।

■ আপতিক ধর্ম (যোসেফের মতে)

আপতিক ধর্ম এমন ধর্ম যা
উদ্দেশ্যে থাকতেও পারে, নাও
থাকতে পারে। আপতিক ধর্ম এমন
বিধেয় যা উদ্দেশ্যের অঙ্গস্থান নয়,

এবং লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অ্যারিস্টটলের উদাহরণ :

শ্বেতকায় — মানুষের আপাতিক ধর্ম

মানুষ শ্বেতকায় হতে পারে,

শ্বেতকায় নাও হতে পারে,